গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে
ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
E-mail: ifhaor@gmail.com

প্রকল্প পরিচিতি

"জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করবো, সুন্দর পরিবেশ করবো"। এ স্লোগানকে সামনে রেখে হাওর অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা ও মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মা ধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ইমামদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচেছ । হাওরের আকস্মিক বন্যা, বজ্রপাতসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা, পরিযায়ী পাখি সুরক্ষা, বাল্যবিয়ে, ইভটিজিং, গুজব, জুয়া, মাদকাসক্তি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও সমসাময়িক বিষয়াবলি নিয়ে প্রত্যেক জুমায় খুতবার পূর্বে ইমাম/খতিবগণ বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে মুসল্লীদের সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন ।

২। ষড়ঋতুর অপার সৌন্দর্যের দেশ বাংলাদেশ । হাওর এমন একটি বিস্তীর্ণ এলাকা যেখানে বর্ষা মৌসুমে অথৈ জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। হাওর অঞ্চলটি একটি বিশেষায়িত অঞ্চল। এই অঞ্চলের পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য , মৎস্য সম্পদ, কৃষি সম্পদ ইত্যাদি টেকসই করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিশ বছর (২০১২-২০৩২) মেয়াদি একটি হাওর মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকারের ১৬টি মন্ত্রণালয়ের ৩৮টি সংস্থাকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । ১৭ টি সেক্টরের আওতায় এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। সোস্যাল সার্ভিস কার্যক্রম এর আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উক্ত কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৩। একজন ইমাম মসজিদ কেন্দ্রিক সমাজে র প্রতিনিধিত্ব করেন, জনগণের সাথে ইমামদের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও নিবিড়, দেশ ও জাতির উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে তাঁদের সম্পৃক্ততা সমাজ কাঠামোতে কাঙ্খিত পরিবর্তনের জন্য সহায়ক । প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে । মসজিদ, মাদ্রাসা বিদ্যালয়ে কর্মরত বিপুল সংখ্যক আলেম ওলামা ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গকে হাওরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সচেতন করা সম্ভব। এর ফলে হাওর অঞ্চলের সম্পদরাজির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সহজতর হবে । সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সিলেট, সুনামগঞ্জ , হবিগঞ্জ, মৌল ভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকো ণা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার হাওর ও জলাভূমিবেষ্টিত উপজেলাসমূহের মসজিদের ইমাম ও এলাকার ধর্মীয় ব্যক্তিত্বসহ মোট ২৫৮৭০ জন কে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, বন্যা পরবর্তী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বনায়ন, কৃষি ও মৎস্য সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

৪। খতিবগণ জুমার নামাজের সময় মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রাক খুতবায় হাওর এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত বক্তব্য প্রদানের জন্য ইমামগণকে প্রকল্প দপ্তর হতে খুতবা প্রতি ১৫০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে ।